সারা বিশ্বে বেড়ে চলছে বাধ্যতামূলক শ্রম

জেন মোর্স
ইউএসইনফো স্টাফ রাইটার

ওয়াশিংটন, ২৫শে জুলাই -- পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে মানব পাচার যতটা প্রচার পায়, শ্রমের উদ্দেশ্যে মানব পাচার ততটা পায় না, অথচ এটাও একটা বিরাট সমস্যা। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

পররাষ্ট্র দফতরের মানব পাচার পর্যবেক্ষণ ও প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন সমন্বয়ক মার্ক টেলর বলেন, "শ্রমের উদ্দেশ্যে পাচার ক্রমেই বাড়ছে"। তার হিসাবে বিশ্বব্যাপী পাচারকৃত শ্রমের মূল্য ৯৫০ কোটি ডলার।

গত ১৯ জুলাই পররাষ্ট্র দফতরে আয়োজিত "রক্ষাকারীদের রক্ষা করা" শীর্ষক তিনদিনব্যাপী এক সম্মেলনে টেলর বক্তব্য রাখেন। গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার যেসব লোকজন কাজ করে, তাদের জন্য এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

টেলর বলেন, "বিদেশের সরকারগুলো পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে মানব পাচার রোধে তাদের প্রচেষ্টা জোরদার করেছে। কিন্তু শ্রমের উদ্দেশ্যে মানব পাচারকে প্রায়ই একটি প্রশাসনিক অপরাধ হিসেবে ধরা হয়। ফৌজদারি তদন্তের আওতায় একে আনা হয় না।"

অধিকন্তু, অনেক দেশেই বাধ্যতামূলক শ্রমের সংজ্ঞা নির্ধারিত নেই এবং এর শিকারদের জন্য বলতে গেলে খুব কমই সুরক্ষার ব্যবস্থা আছে।

টেলর বলেন, পৃষ্ঠপোষকতা আইন কর্মচারীদের ওপর নিয়োগকর্তাদের অপরিমিত ক্ষমতা দেয়। নিয়োগকর্তারা অনেক ক্ষেত্রেই পাচারকৃত কর্মীর পাসপোর্ট, অন্যান্য পরিচয়পত্র ও প্লেনের টিকেটও জব্দ করে রাখে। তিনি বলেন, অনিচ্ছাপূর্বক শ্রম সংজ্ঞায়িত করা কঠিন, এমনকি যখন কর্মীদের সাপ্তাহিক ছুটি না দেওয়া হয় বা খুব কম দেওয়া হয়।

টেলর বলেন, বাধ্যতামূলক শ্রমও বাড়ছে। তিনি কিছু ঘটনার উল্লেখ করেন যেখানে অভিবাসী শ্রমিকরা চাকুরি পাবার জন্য ২০ হাজার ডলার দেয়ারও প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু চাকুরির দুই বছরেও তারা তা পরিশোধ করতে পারে না।

তিনি আরো বলেন, "অভিবাসী শ্রমিকরা যে সব দেশে কাজ করতে যায় সেই সব দেশগুলোর শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করার জন্য অনেক কিছু করার আছে। আর শ্রকিরা যে সব দেশ থেকে যায় তাদেরকেও অবশ্যই নিজ নিজ দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।"

বিশ্বায়নের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক

পররাষ্ট্র দফতরের সম্মেলনে নেহা মিসরা বলেন, "বিশ্বায়ন সম্পদের ব্যবধান অনেক বাড়িয়ে দিচ্ছে।" তিনি যুক্তরাষ্ট্রের লেবার ইউনিয়নগুলোর সর্ববৃহৎ ফেডারেশন এএফএল-সিআইও-এর সলিডারিটি সেন্টারের পাচার-বিরোধী কর্মসূচীর গ্লোবাল কো-অর্ডিনেটর। তার মতে, বিশ্বায়ন অনেক দেশেই পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এর ফলে শ্রমিকরা কাজের খোঁজে বাধ্য হয়ে অন্য দেশে পাড়ি দিচ্ছে।

মিসরা বলেন, সারা বিশ্বে আনুমানিক ১২ কোটি অভিবাসী শ্রমিক রয়েছে। এই সকল শ্রমিকেরা সাধারণতঃ নোংরা ও বিপজ্জনক কাজই করে থাকে। প্রায় সময়ই তারা 'একটি অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি'র অংশ হয়ে যায় যেখানে তাদের সংগঠিত হবার অনুমতি থাকে না, তাদের অধিকার সম্পর্কে তাদেরকে জানানো হয় না এবং প্রায়শঃই তারা নিগৃহীত ও নিষ্পেষিত হয়ে থাকে।

'হিউম্যান রাইটস ওয়াচে'র নারী অধিকার বিভাগের উর্ধ্বতন গবেষক নিশরা ভ্যারিয়া সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের বলেন, যদিও অভিবাসনের কিছু কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে, কিন্তু অভিবাসী শ্রমিকদের প্রায় সময়ই না থাকে মানবাধিকারের নিশ্চয়তা, না থাকে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

বিশ্বব্যাপী মানব পাচার পর্যবেক্ষণ করা

পররাষ্ট্র দফতরের ২০০৬ সালের মানব পাচার প্রতিবেদনে (টিআইপি) স্বীকার করা হয়েছে যে, "অভিবাসী শ্রমিক গ্রহণকারী দেশগুলোর বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে ওই সব শ্রমিকরা যাতে দাসত্বের শিকার না হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা।"

কিন্তু এতে আরো বলা হয় "গবেষণায় দেখা যায় প্রেরণকারী দেশগুলো কিছু কিছু নিপীড়নমূলক চর্চা অনুমোদন করে বা উৎসাহিত করে যা শ্রমিকদের দেশ ছেড়ে বিদেশে যাওয়ার আগেই অনিচ্ছাপূর্বক

দাসত্বমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট করে, অথবা অন্যায্য ঋণের জালে আবদ্ধ করে ফেলে, যা তাদেরকে গ্রহণকারী দেশগুলোতে অনিচ্ছাপূর্বক দাসত্বমূলক কাজের দিকে ধাবিত করে।" প্রতিবেদনে প্রেরণকারী দেশগুলোর প্রতি আহবান জানানো হয় বাধ্যতামূলক শ্রমের শিকার শ্রমিকদের জন্য কনস্যুলার অফিসার, আইনগত সহায়তা ও প্রয়োজনে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে একটি 'সেফটি নেট' বা তাদের জন্য 'নিরাপত্তা বেষ্টনী' তৈরি করার।

২০০৬ অর্থ বছরে যুক্তরাষ্ট্র ৭০টি দেশের ১৫৪টি আন্তর্জাতিক মানব পাচার-বিরোধী প্রকল্পে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার অর্থ বরাদ্দ করেছে।

==========

*(*ইউএসইনফো যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের ব্যুরো অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্‌স-এর একটি প্রকাশনা। এর ওয়েব সাইট ঠিকানা: http://usinfo.state.gov*)

জিআর/ ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website: dhaka.usembassy.gov এ) যোগাযোগ করুন।*